গঠনতন্ত্র

CONSTITUTION

যুক্তরাষ্ট্র হবিগঞ্জ জেলা সমিতি, ইনক

যুক্তরাষ্ট্র হবিগঞ্জ জেলা সমিতি, ইনক

ঘোষণা পত্র ঃ
হযরত শাহজালাল (রহঃ) স্মৃতি বিজড়িত পূণ্যভূমি বৃহত্তর সিলেটের একটি জেলা হবিগঞ্জ। স্বাধীনতাত্তোর জীবন জীবিকার তাগিদে অনেক হবিগঞ্জ জেলাবাসী যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী হন এবং তারই ধারাবাহিকতায় অভিবাসীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। তাই যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী হবিগঞ্জ জেলাবাসীর বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদিসহ নানামুখী সমস্যা নিরসনকল্পে ১৯৯৬ সনে নিউইয়র্ক প্রবাসী কয়েকজন উদ্যোমী সচেতন ব্যক্তির প্রচেষ্টায় "যুক্তরাষ্ট্র হবিগঞ্জ জেলা সমিতি"র আবির্ভাব। উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত হবিগঞ্জ জেলাবাসীদের সংগঠিত করে প্রবাস ও দেশে সেবাধর্মী সৃজনশীল কাজে সংযুক্ত করা এই সমিতির প্রধান লক্ষ্য। হবিগঞ্জ জেলাবাসীর এই সংগঠন মূলতঃ সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সেবা ও শিক্ষাক্ষেত্রে কাজ করবে, যাহা যুক্তরাষ্ট্রের কর আইনের ৫০১সি ৩ ধারায় স্বীকৃত। যুক্তরাষ্ট্রের ৫০১সি ৩ কর আইনের ধারা মোতাবেক কর রেয়াতের সুযোগ লাভ করে একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসাবে ২০১৮ইং সনে নিবন্ধিত এই সংগঠন সেবামূলক কাজে অংশগ্রহনের নিমিত্তে পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং তহবিল সংগ্রহ করবে এবং প্রয়োজনে সহযোগী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবে।

এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য নিম্নবর্ণিত সংবিধান প্রণয়ন করা হইল। এই সংবিধানে ১ নং অনুচ্ছেদে নামকরণ, ২নং অনুচ্ছেদে ৮টি উপধারা, ৩নং এ ৫টি, ৪নং এ ৪টি, ৫নং এ ৬টি, ৬নং এ ৭টি, ৭নং এ ১টি, ৮নং এ ৬টি, ৯নং অনুচ্ছেদে পদাধিকার ও দায়িত্ব, ১০নং এ ৪টি, ১১নং এ ৩টি, ১২নং এ ৪টি, ১৩নং এ ৬টি, ১৪নং এ ৬টি এবং ১৫নং অনুচ্ছেদে ৩টি উপধারা সংযুক্ত হইল।

সংবিধান

অনুচ্ছেদ - ১

নামকরণ ঃ হবিগঞ্জ জেলাবাসীর সংখ্যাধিক্যের কারণে বিভিন্ন সমস্যা, সামাজিক সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে পারস্পারিক সহবস্থান, ভ্রাতৃত্ববোধ ও শৃংখলাসহ সকল কর্মকান্ডে উজ্জীবনী শক্তির বিকাশে ১৯৯৬ সনে প্রণীত খসড়া সংবিধানকে বর্তমান প্রেক্ষাপটে সময়োপযোগী করে সংশোধিত আকারে এই গঠনতন্ত্র প্রণয়ন এবং ১লা জুলাই ২০০৭ইং সাধারণ সভায় পূর্বেকার নাম ইনকর্পোরেটেড করে "যুক্তরাষ্ট্র হবিগঞ্জ জেলা সমিতি, ইনক" নামকরণ করা ও গৃহীত হয়। যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত হবিগঞ্জ জেলার সকল অধিবাসী এই সংগঠনের সদস্য হইতে পারিবেন।

অনুচ্ছেদ - ২

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ-
১। যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী হবিগঞ্জবাসীর অন্তর্নিহিত বন্ধুত্ব, সহমর্মিতা, সৃজনশীলতা, সহযোগিতা ও ভাবের আদান প্রদান করা এবং তা সাধারন বাংলাদেশী প্রবাসীদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া যা বাংলাদেশীদের ঐক্যের সূত্র হিসাবে কাজ করিবে।

২। বিভিন্ন সামাজিক ও জাতীয় অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা করিবে। নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির লালন ও বিকাশে এই সংগঠন কাজ করিবে।

৩। হবিগঞ্জ জেলার নতুন আমেরিকা অভিবাসীদের প্রাথমিক সমস্যা সমাধানে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করিবে।

৪। হবিগঞ্জ জেলার কোন লোক মৃত্যুবরণ করিলে তাকে স্ব-স্ব ধর্মমতে সমাধিস্থ করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করিবে।

৫। জেলার শিক্ষা ক্ষেত্রে সমস্যা দূরীকরণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সহায়তা দান, গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বৃত্তি প্রদান ইত্যাদি সমাজ কল্যানমূলক কাজে সংগঠন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করিবে।

৬। হবিগঞ্জ জেলার বেকার যুবক-যুবতীদের স্বল্পমেয়াদী পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদানে এই সংগঠন সম্ভাব্য আর্থিক সাহায্য প্রদান করিবে।

৭। জেলার গরীব ও দুঃস্থ রোগীদের চিকিৎসা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সহায়তা দান করিবে।

৮। প্রাকৃতিক দুর্যোগ যথা বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, দুর্ভিক্ষ, মহামারীর মত সংকটে সংগঠন আর্তমানবতার সেবায় কাজ করিয়া যাইবে।

<u>অনুচ্ছেদ - ৩</u>

যেসব কর্মকান্ডের সাথে সংগঠন জড়িত হইবে না ঃ-

১। এই সংগঠন দেশের বা যুক্তরাষ্ট্রের কোন রাজনৈতিক দল বা গ্রুপের সাথে জড়িত হইবে না। কোন রাজনৈতিক কার্য্য প্রক্রিয়া বা বিতর্কে অংশগ্রহন করিবে না।

২। এই সংগঠন কোন বর্ণ বৈষম্য, সাম্প্রদায়িকতা বা আঞ্চলিক বিভেদ বা বিদ্বেষ ছড়াইতে পারিবে না বা ঐ ধরণের প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত হইবে না।

৩। এই সংগঠনকে কোন লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা যাইবে না।

৪। এই সংগঠনকে বা সংগঠনের কোন পদকে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে ব্যবহার করা যাইবে না।

৫। অনুচ্ছেদ নং ৩ এর উপধারা ২, ৩, ৪ এর লজ্ঘন এই সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং ১২-এর উপধারা ৪ এর আওতায় বিবেচনাধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে বিবেচনা করা হইবে।

অনুচ্ছেদ - ৪

হবিগঞ্জ জেলা সমিতির গঠন প্রণালী ঃ

১। সংবিধানের ৪নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত পতাকার নমুনা পরিবর্তিত হইবে। পরিবর্তিত বর্ণনায় পতাকার নমুনা হইবে নিম্নরূপ-

২।

পতাকার এক তৃতীয়াংশ সবুজ যাহা বাংলাদেশের চির সবুজতার প্রতীক। পতাকার দুই পাশে অসমবাহু ত্রিভূজাকৃতি দু'টি সবুজ ত্রিভুজ বিপরীতমুখী থাকিবে। অবশিষ্টাংশ পতাকা সাদা, যা হইবে সেবা ও শান্তির প্রতীক। সাদা অংশে বৃত্তাকৃতিভাবে ৮টি লাল তারকা থাকিবে- যা হবিগঞ্জ জেলার ৮টি থানার/উপজেলার প্রতিনিধিত্বের প্রতীক।

৩। যুক্তরাষ্ট্র হবিগঞ্জ জেলা সমিতির সকল সাধারণ সদস্যদের নিয়ে সমিতির সাধারন পরিষদ গঠিত হইবে।

৪। সমিতির সাধারন পরিষদের দ্বারা প্রতি ২ (দুই) বৎসর অন্তর একটি কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করা হইবে। কার্যকরী পরিষদের মেয়াদ দ্বিতীয় বৎসরের আগস্ট মাসের ১০ তারিখে উত্তীর্ণ হইবে।

৫। উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত হবিগঞ্জ জেলার কৃতি সন্তানদের নিয়ে প্রতি ২ (দুই) বৎসর অন্তর একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করিবে, যাহারা তাঁদের মেধা, মনন ও চিন্তাধারা দ্বারা সমিতিকে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দান করিবেন।

অনুচ্ছেদ - ৫

সাধারন সদস্য ও সাধারন পরিষদের গঠন ও কার্য্যাবলী ঃ

১। হবিগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহনকারী বা বিবাহসূত্রে যে সব দম্পতি হবিগঞ্জ জেলার বাসিন্দা, যাহাদের বয়স ন্যূনতম ১৮ বৎসর, সেই সব ব্যক্তিদের যাহারা যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাস জীবন কাটাইতেছেন তাহারা যুক্তরাষ্ট্র হবিগঞ্জ জেলা সমিতির সদস্য হইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

২। যে সকল হবিগঞ্জ জেলাবাসী সাধারন সদস্যপদ গ্রহন করিয়া তাহাদের সদস্য ফি, বাৎসরিক ফি নিয়মিত প্রদান করিবেন যাহা এই সংবিধানের ১৩নং অনুচ্ছেদের উপধারা ৩-এর আওতাভূক্ত নন তাহারা সকলেই সাধারন পরিষদের সদস্য বলিয়া গণ্য হইবেন।

৩। সাধারণ পরিষদের সদস্যগণ সমিতির নীতি নির্ধারণীর ব্যাপারে ভূমিকা রাখিবেন, সমিতির সাধারন সদস্যগণ তথা সাধারন পরিষদের সদস্যগণ তাহাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করিবেন যদি তিনি বা তাহারা এই সংবিধানের ১৩নং অনুচ্ছেদের উপধারা ৩ এবং ১২নং অনুচ্ছেদের উপধারা ৪-এর আওতাভূক্ত না হন।

৪। সাধারন পরিষদের সদস্যগণ সংবিধান পরিবর্তন, সংশোধন বা সংযোজনে তাহাদের অধিকার প্রয়োগ করিবেন যাহারা এই সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং ১২-এর উপধারা ৪ এবং অনুচ্ছেদ নং ১৩ এর উপধারা ৩-এর আওতাভূক্ত নন।

৫। সাধারন পরিষদের সদস্যগণ বৎসরে কমপক্ষে একটি সাধারন সভায় মিলিত হইবেন তবে সেই সভা কোন সামাজিক বা জাতীয় অনুষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করিয়া নেওয়া যাইতে পারিবে।

৬। কার্যকরী পরিষদ ও উপদেষ্টা পরিষদের সকলকে আমেরিকার স্থায়ী বৈধ অভিবাসী হইতে হইবে।

অনুচ্ছেদ - ৬

নির্বাচন কমিশন ও নির্বাহী কমিটি গঠন প্রক্রিয়া ঃ

১। **নির্বাচন কমিশন ঃ**

ক) বোর্ড অব ট্রাস্টি এবং কার্যকরী পরিষদের যৌথ সভায় সাধারণ সদস্যদের মধ্য হতে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও চারজন নির্বাচন কমিশনার সহযোগে ৫(পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠন করিবেন।

খ) কার্যকরী পরিষদের মেয়াদ শেষ হওয়ার কমপক্ষে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিন পূর্বে নির্বাচন কমিশন গঠিত হইবে।

গ) কোন কারণে প্রধান নির্বাচন কমিশনার পদত্যাগ করিলে সংগঠনের যৌথ সভায় অবশিষ্ট ৪ (চার) জন নির্বাচন কমিশনারদের মধ্য হতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসাবে এবং সাধারণ সদস্যদের মধ্য হতে ১জন নির্বাচন কমিশনার নিযুক্ত হইবেন।

২। **ভোটার ঃ**

যা সদস্য ফরম পূরণ করে বাৎসরিক নিয়মিত চাঁদা পরিশোধ করিবেন তারা ভোটার হিসাবে গণ্য হইবেন। ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে নির্বাচনী বৎসর এবং তৎপূর্ব বৎসরের বার্ষিক চাঁদা নির্বাচনী বৎসরের ২১শে জুনের মধ্যে পরিশোধ সাপেক্ষে ভোটাধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

৩। ভোটার তালিকা ঃ সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ভোটার তালিকায় ভোটারের নাম, বর্তমান ঠিকানা, হবিগঞ্জ জেলায় জন্মস্থান ও জন্ম সাল উল্লেখপূর্বক চাঁদা প্রদানকৃত সদস্যবৃন্দকে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করে কার্যকরী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে ৭২ ঘন্টার মধ্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নিকট হস্তান্তর করিবেন।

৪। **নির্বাচন বিধি ঃ** সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের ন্যূনতম ৩০ দিন পূর্বে নির্বাচনের বিধি ও নিয়মাবলী প্রকাশপূর্বক নির্বাচনের তফশিল ঘোষণা করিবেন।

৫। **নির্বাচনের তারিখ ও নির্বাচন কেন্দ্র ঃ**

ক) নির্বাচন কমিশন কার্যকরী পরিষদের মেয়াদ উর্ত্তীণের ৪৫ দিন পূর্বে কার্যকরী পরিষদ ও উপদেষ্টা পরিষদের যৌথ সভায় নির্বাচনের তারিখ, সময় ও নির্বাচন কেন্দ্র নির্ধারণ পূর্বক প্রকাশ করিবেন। নির্বাচন অবশ্যই কার্যকরী পরিষদের মেয়াদ উর্ত্তীণের ন্যূনতম ৭ দিন পূর্বে অনুষ্ঠিত হইতে হইবে।

খ) কোন দৈব-দুর্বিপাকের কারণে নির্বাচন কমিশন যথাসময়ে নির্বাচন করিতে না পারিলে উপদেষ্টাবৃন্দের সাথে যৌথ সভার মাধ্যমে সর্বোচ্চ ৪ (চার) মাস বর্ধিত করার ক্ষমতা রাখেন।

৬। **প্রার্থী ঃ**

ক) সংগঠনের ভোটার মাত্রই নির্বাচনের প্রার্থী হইতে পারিবেন। তবে আমেরিকায় হবিগঞ্জ জেলার অন্য কোন সংগঠনের নির্বাহী কমিটিতে দায়িত্বরত কেহই অত্র সংগঠনের কার্যকরী পরিষদের প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

খ) নির্বাচনের কমপক্ষে ৩০ দিন পূর্বে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক বিলিকৃত প্রার্থীর মনোনয়নপত্র গ্রহণ করিবেন এবং উক্তদিনই যাচাই বাছাই শেষে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হইবে।

গ) নির্বাচনে কোন প্রার্থীর বিপরীতে প্রতিদ্বন্দি না থাকিলে নির্বাচন কমিশন তাঁকে বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করিবেন।

ঘ) নির্বাচনে কোন প্রার্থীতা জমা না পড়িলে নির্বাচন কমিশন ও উপদেষ্টা পরিষদ যৌথ সভায় ৩০ দিনের মধ্যে কার্যকরী পরিষদ মনোনীত করিবেন।

৭। কার্যকরী পরিষদের মেয়াদ উত্তীর্ণের ন্যূনতম ৪৮ ঘন্টা পূর্বে কার্যকরী পরিষদ, নির্বাচন কমিশন এবং উপদেষ্টা পরিষদ যৌথভাবে নতুন কমিটিকে দায়িত্ব হস্তান্তর করিবেন।

<u>অনুচ্ছেদ - ৭</u>

শপথ গ্রহণ ঃ

ক) বিদায়ী সভাপতির সভাপতিত্বে ও কার্যকরী পরিষদের পরিচালনায় নির্বাচন কমিশনারদের আসন গ্রহণের মাধ্যমে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নব-নির্বাচিত সভাপতিকে শপথ বাক্য পাঠ করাইবেন। নূতন সভাপতি সাথে সাথেই তাঁর কর্মপরিষদকে শপথ করাবেন। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানেই বিদায়ী সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ নতুন কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের নিকট হিসাবপত্র এবং সংগঠনের প্রয়োজনীয় দলিলপত্রাদি বুঝাইয়া দিবেন।

খ) নর্ব-নির্বাচিত পরিষদের শপথ গ্রহণের সাথে সাথেই বিদায়ী পরিষদের সকল কর্মকর্তা "সাবেক কর্মকর্তা" হিসাবে বিবেচিত হইবেন।

<u>অনুচ্ছেদ- ৮</u>

নির্বাহী ও উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সংখ্যা ঃ

১। নির্বাহী কমিটির সদস্য সংখ্যা সর্বোচ্চ ১৯ জন।
সভাপতি - ১ জন, সহ-সভাপতি - ২ জন, সাধারন সম্পাদক - ১ জন, সহ সাধারন সম্পাদক - ১ জন, সাংগঠনিক সম্পাদক - ১ জন, কোষাধ্যক্ষ - ১ জন, দপ্তর সম্পাদক - ১ জন, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক - ১ জন, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্য সম্পাদক - ১ জন, ক্রীড়া, যুব ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক - ১ জন, মহিলা সম্পাদক - ১ জন এবং কার্যকরী সদস্য - ৭ জন। সর্বমোট - ১৯ জন।

২। উপদেষ্টা কমিটির সদস্য সংখ্যা ৭ জন।

৩। নির্বাহী পরিষদ সমিতির সর্বোচ্চ কার্যনির্বাহী সংস্থা হিসাবে বিবেচিত হইবেন এবং সমিতির সকল কার্যবিধির জন্যে সম্মিলিতভাবে সাধারন পরিষদের নিকট জবাবদিহি করিবেন।

৪। নির্বাহী পরিষদ পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও তহবিল সংগ্রহের দায়িত্বে থাকিবেন।

৫। সমিতির আয়-ব্যয়, অর্থনৈতিক লেনদেনের ব্যাপারে নির্বাহী কমিটি সাধারন পরিষদের নিকট দায়ী থাকিবেন।

৬। সমিতির তহবিল আয়-ব্যয়ের ব্যাপারে কোষাধ্যক্ষ নির্বাহী পরিষদের নিকট জবাবদিহি করিবেন। নির্বাহী পরিষদ ষান্মাষিক বৈঠকে সমিতির আয়-ব্যয়ের হিসাব নিকাশ পর্যালোচনা করিবেন।

<u>অনুচ্ছেদ - ৯</u>

<u>**পদাধিকার ও দায়িত্ব ঃ**</u>

সভাপতি ঃ সভাপতি সংগঠনের সবচেয়ে দায়িত্বশীল ব্যক্তি। তিনি গঠনতন্ত্রকে রক্ষা করিয়া সংগঠনের সার্বিক কার্যাবলীর উপর দৃষ্টি রাখিবেন। সংগঠনের সাধারন সভা, কার্যকরী পরিষদের সভা এবং কার্যকরী পরিষদ ও উপদেষ্টা পরিষদের যৌথ সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

সহ-সভাপতিবৃন্দ ঃ সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি প্রথম, সহ-সভাপতি দ্বিতীয় ক্রমানুসারে সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন। কোন কারণবশতঃ সভাপতির পদ শূন্য হইলে ক্রমানুযায়ী সহ-

সভাপতিদ্বয় ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন। এছাড়াও সভাপতিকে সহযোগিতা প্রদান করিবেন। সভাপতির অনুরোধে সহ-সভাপতিবৃন্দ যে কোন বিশেষ দায়িত্ব পালন করিবেন।

সাধারন সম্পাদক ঃ এই পদটি সংগঠনের সর্বাপেক্ষা দায়িত্বপূর্ণ পদ। সংগঠনের সকল প্রকার তথ্যাদি, নথিপত্র ইত্যাদি রক্ষণাবেক্ষণ তাহারই দায়িত্ব। তিনি সংগঠনের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিবেন এবং সংগঠনের কার্যক্রম যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করিবেন এবং আদায়কৃত অর্থ ৭২ (বাহাত্তর) ঘন্টার মধ্যে কোষাধ্যক্ষের মাধ্যমে ব্যাংকে জমা করার ব্যবস্থা করিবেন। সংগঠনের জরুরী খরচ চালানোর জন্য অনধিক ১০০ (একশত) ডলার সাধারন সম্পাদকের হাতে নগদ রাখা যাইবে এবং খরচকৃত অর্থের হিসাব কার্যকরী পরিষদের পরবর্তী সভায় অনুমোদন করার ব্যবস্থা করিবেন।

সহ-সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ ঃ সাধারন সম্পাদকের দায়িত্ব পালনে সহ-সাধারন সম্পাদক সহযোগিতা করিবেন। সাধারন সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তাহার উপর অর্পিত ও বর্ণিত দায়িত্ব এবং সকল কাজ পরিচালনা করা সহ-সাধারন সম্পাদকের দায়িত্ব। এছাড়া কার্যকরী পরিষদের সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক কর্তৃক অর্পিত যে কোন বিশেষ দায়িত্ব পালন করিবেন। কোন কারণবশতঃ সাধারন সম্পাদকের পদ শূন্য হইলে সহ-সাধারন সম্পাদক ভারপ্রাপ্ত সাধারন সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করিবেন।

কোষাধ্যক্ষ ঃ তিনি হচ্ছেন সংগঠনের তহবিল সংরক্ষক। কোষাধ্যক্ষ সভাপতি ও সাধারন সম্পাদকের সহযোগে ব্যাংক লেনদেন সম্পাদন করিবেন। সংগঠনের যাবতীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব রক্ষা করার দায়িত্ব তাহার। কোষাধ্যক্ষ সব সময় কার্যকরী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে ব্যাংক হইতে অর্থ উঠাইতে পারিবেন।

সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ সংগঠনের সদস্য বৃদ্ধি করার লক্ষ্য, সংগঠনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জনগণকে অবহিত করা সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব। সংগঠনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সাধারন সম্পাদককে সহযোগিতা করাসহ সংগঠনের সাধারন সদস্যগণকে সাংগঠনিক স্বার্থে বিভিন্ন কাজের জন্য অনুরোধ করা এবং সংগঠিত করা।

প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ঃ সংগঠনের সকল প্রকার কাজের দায়িত্ব প্রচার সম্পাদকের। আহুত কোন সভার সংবাদ, সংগঠন কর্তৃক প্রকাশিত সর্বপ্রকার পত্র-পত্রিকা, পুস্ড়িকা, প্রচারপত্র ও পোষ্টার ইত্যাদি প্রচার ও মুদ্রণের দায়িত্ব তাহার। কার্যকরী পরিষদের সভাপতি ও সাধারন সম্পাদকের সাথে পরামর্শক্রমে সংবাদপত্র ও বেতার মাধ্যমের সাথে সংগঠনের পক্ষে যোগাযোগ রক্ষা করা।

দপ্তর সম্পাদক ঃ দপ্তরের যাবতীয় নথিপত্র, ফাইল, খাতা, রেজিষ্টার ইত্যাদি রক্ষণাবেক্ষণ করা দপ্তর সম্পাদকের দায়িত্ব। সাধারণ সম্পাদককে যাবতীয় দাপ্তরিক কাজ সুষ্ঠুভাবে করার কাজে সহযোগিতা করা।

শিক্ষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক ঃ সংগঠন কর্তৃক গৃহীত শিক্ষা ক্ষেত্রের জন্য সিদ্ধান্তসমূহ এবং সাহিত্য বিষয়ক পত্র-পত্রিকা ও সংকলন ইত্যাদি প্রকাশের ব্যবস্থা করা শিক্ষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদকের দায়িত্ব।

ক্রীড়া, যুব ও সমাজকল্যান সম্পাদক ঃ সংগঠনের পক্ষে খেলাধুলা, শরীর চর্চার ব্যবস্থা ও পরিচালনা করার দায়িত্ব ক্রীড়া, যুব ও সমাজকল্যান সম্পাদকের । সংগঠনের যুব বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা করা, সংগঠনের স্বার্থে যুব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করা ও সাধারন সম্পাদককে তার কাজে সহযোগিতা করা ক্রীড়া, যুব সমাজকল্যাণ সম্পাদকের কাজ। সংগঠনের উদ্যোগে সর্বপ্রকার সমাজ কল্যানমূলক কাজের দায়িত্ব এবং সমাজকল্যানে গৃহীত সংগঠনের বিশেষ প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্বও তাঁহার।

মহিলা সম্পাদিকা ঃ সংগঠনের মহিলা সদস্য সংগ্রহ এবং মহিলা বিষয়ক কার্যক্রম ছাড়াও সংগঠনের বিভিন্ন বিভাগ/দপ্তরকে প্রয়োজনে সহযোগিতা প্রদান করা।

কার্যকরী সদস্য ঃ সংগঠনের কার্যকরী পরিষদের সকল সভায় উপস্থিত হয়ে সভার কার্যক্রমে অংশগ্রহনের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহনে মতামত ব্যক্ত করা। সংগঠনের স্বার্থে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করা।

অনুচ্ছেদ - ১০

সভা ডাকা ও সভার কার্যপ্রণালী ঃ

১। কমপক্ষে **১** সপ্তাহের অগ্রিম বিজ্ঞপ্তিতে সভা আহ্বান করিতে হইবে।

২। সভাপতির অনুরোধে সাধারন সম্পাদক সভা আহ্বান করিবেন।

ক) বিশেষ কারণে নির্বাহী পরিষদের শতকরা ন্যূনতম ৫১ ভাগ সদস্যের লিখিত অনুরোধে সাধারন সম্পাদক সভাপতির অনুমতি ছাড়াও মিটিং আহ্বান করিতে পারিবেন। তবে এক্ষেত্রে নির্বাহী কমিটির বয়োজ্যেষ্ঠ যে কেউ সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

খ) বিশেষ পরিস্থিতিতে সভাপতি এবং সাধারন সম্পাদক উভয়ই সভা ডাকিতে অনীহা প্রকাশ করিলে নির্বাহী পরিষদের তিন-চতুর্থাংশের লিখিত অনুরোধে যে কেউ সভা ডাকিতে পারিবেন এবং সেই সভাতে উপধারা ২-এর (ক) অনুযায়ী বয়োজ্যেষ্ঠ যে কোন সদস্য সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন।

গ) উপধারা ২-ক এবং ২-খ এর সৃষ্ট পরিস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তবলী সাধারন পরিষদের পরবর্তী সভায় অনুমোদন করিয়া নিতে হইবে।

৩। নির্বাহী কমিটির সভা প্রতি তিনমাস অন্তর আহ্বান করিতে হইবে এবং সাধারণ পরিষদের সদস্যগণ বৎসরে একবার একটি সাধারণ সভাতে মিলিত হইবেন।

৪। যে কোন সভাতে সাধারন সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিতর দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা যাইবে। যদি তা সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং ১২-এর উপধারা (২), (৩) এবং (৪) এর আওতাভূক্ত না হয়।

অনুচ্ছেদ - ১১

সভার কোরাম ও সদস্যদের উপস্থিতি বিধি ঃ

১। নির্বাহী কমিটির আয়োজিত সভাতে কমিটির এক তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত হইলে কোরাম পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। নির্বাহী কমিটির কোন সদস্য কমিটির আয়োজিত সভায় কোন বিশেষ কারণ ছাড়া পরপর তিন সভায় অনুপস্থিত থাকিলে তাহার নির্বাহী দায়িত্ব হারাইবেন।

৩। নির্বাহী কমিটির কোন সদস্য সাময়িকভাবে তাহার সদস্য পদ স্থগিত বা বাতিল হইলে অথবা স্থায়ীভাবে বাতিল বলিয়া গণ্য হইলে তাহার নির্বাহী দায়িত্ব চলিয়া যাইবে।

অনুচ্ছেদ - ১২

পদত্যাগ, অপসারণ, সাময়িক সদস্যপদ স্থগিত ও বহিষ্কার পদ্ধতি, স্থলাভিষিক্তকরণ পদ্ধতি ঃ

১। নির্বাহী পরিষদের যে কোন সদস্য সভাপতির অনুমতিক্রমে পদত্যাগ করিতে পারিবেন, সভাপতি তাহা সাধারণ পরিষদের সভায় অবহিত করিবেন।

২। নির্বাহী কমিটির কোন সদস্য কারণ ছাড়া পর পর তিন মিটিং-এ অনুপস্থিত থাকিলে অথবা কোন সদস্য তাহার দায়িত্ব পালনে অপারগ বলিয়া গণ্য হইলে অথবা কোন সংগঠন বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকিবার কারণে তাহার সদস্যপদ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে অথবা কোন সদস্য অনুচ্ছেদ নং ১৩ এর উপধারা (৩) মোতাবেক সদস্য চাঁদা পরিশোধ না করিবার কারণে অস্থায়ীভাবে সদস্যপদ বাতিল থাকিলে তাহাকে নির্বাহী কমিটি তিন-চতুর্থাংশের অনুমোদনে অপসারণ করা যাইবে।

৩। উপধারা (১) ও (২)-এর কারণে নির্বাহী কমিটির কোন পদ শূন্য হইলে নির্বাহী কমিটির তিন-চতুর্থাংশের অনুমতিক্রমে নির্বাহী কমিটি হইতে বা সাধারণ পরিষদের কোন সদস্যকে উক্ত শূন্য স্থানে স্থলাভিষিক্ত করা যাইবে।

৪। কোন সদস্য সংগঠন বিরোধী কোন কাজে লিপ্ত হইলে অথবা গুরুতর কোন অভিযোগে অভিযুক্ত হইলে আত্মপক্ষ সমর্থনের ভিত্তিতে অভিযোগ যথাযথ পরিষদের মাধ্যমে যাচাইয়ের পর তা প্রমাণিত হইলে উক্ত সদস্যকে নির্বাহী কমিটির তিন-চতুর্থাংশের সমর্থনে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা যাইবে। পরবর্তীতে সাধারণ পরিষদ এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

<u>অনুচ্ছেদ - ১৩</u>

সদস্য ফি ও এতদ্বসংক্রান্ত নীতিমালা ঃ

১। সাধারণ পরিষদের সদস্যগণ বার্ষিক ৫ ডলার চাঁদা প্রদান করিবেন।

২। যে কোন সদস্য ইচ্ছা করিলে অগ্রিম ২ বা তদুর্দ্ধ বৎসরের চাঁদা প্রদান করিতে পারিবেন।

৩। ২০০ ডলার এককালীন প্রদানের মাধ্যমে যে কোন সদস্য আজীবন সদস্যপদ লাভ করিতে পারিবেন।

৪। সমিতি হবিগঞ্জ জেলার যে কোন ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শনপূর্বক অনারারী মেম্বারশীপ প্রদান করিতে পারিবেন। কিন্তু তাঁহারা ভোটাধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন না।

৫। সমিতির সাধারন সদস্যের প্রদেয় চাঁদার অর্থ সমিতির ব্যবস্থাপনার খাতে ব্যয় হইবে।

৬। সমিতির প্রয়োজনে সদস্যদের বার্ষিক চাঁদার হার নির্বাহী কমিটি সাধারন পরিষদের অনুমতিক্রমে পুর্ননির্ধারণ করিতে পারিবেন।

<u>অনুচ্ছেদ - ১৪</u>

তহবিল গঠন ও হিসাব সংরক্ষণ ঃ

১। যে কোন উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহন করিয়া তাহার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমিতি তাহার সদস্য, শুভানুধ্যায়ীদের নিকট হইতে অনুদান আদায়ের উদ্যোগ গ্রহন করিবে।

২। আদায়কৃত অনুদান সমিতির সাধারন তহবিলের নামে গঠিত ব্যাংক একাউন্টে জমা হইবে এবং সমিতির সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক সমিতির নামে যৌথ স্বাক্ষরে তাহা পরিচালনা ও উত্তোলন করিবেন। কোষাধ্যক্ষ এবং সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের ন্যূনতম ২ জনের স্বাক্ষরে টাকা উঠানো যাইবে।

৩। বিশেষ প্রকল্পের জন্যে আদায়কৃত তহবিল সমিতির ব্যবস্থাপনার খাতে ব্যবহার করা যাইবে না।

৪। সমিতির সদস্যদের নিকট হইতে আদায়কৃত চাঁদা সাধারন একাউন্টে জমা থাকিবে কিন্তু আলাদা হিসাব থাকিবে।

৫। সমিতির প্রয়োজনে General Account হইতে টাকা উত্তোলনের ক্ষেত্রে ১০০ ডলার পর্যন্ত চেকে কোষাধ্যক্ষ একাই স্বাক্ষর করিতে পারিবেন। ১০০ ডলারের উর্ধ্বে যে কোন চেকে সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ এবং সাধারন সম্পাদকের যে কোন দুইজনে যৌথ স্বাক্ষর করিবেন।

৬। নির্বাহী কমিটির প্রতি বর্ষপূর্তিতে সংগঠন বহির্ভূত কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে দিয়া বা কোন অডিট সংস্থাকে দিয়া সংগঠনের আয়-ব্যয়ের হিসাব অডিট করিতে হইবে।

অনুচ্ছেদ -১৫

১। এই সংবিধান সময়ের প্রয়োজনে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন, বিয়োজনে সাধারন সভার উপস্থিতিতে ৫১% সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে গৃহীত হইবে।

২। ১১/১৩/২০০৯ ইং সালের বিশেষ সাধারন সভায় সংশোধিত সংবিধান গৃহিত হইলো।

৩। জুন ০৩, ২০১৮ইং এ অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় সর্বশেষ সংবিধান সংশোধিত হইলো।